নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১২

২৩ - ২৯ এপ্রিল

"প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা - নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা"

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১০ বৈশাখ ১৪১৯
২৩ এপ্রিল ২০১২

বাণী

অভ্যন্তরীণ নদীপথে যাত্রী চলাচল নিরাপদ করতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌ-পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। নৌপথ অধিকতর সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ হওয়ায় অন্যান্য পরিবহনের তুলনায় নৌপথে অধিকাংশ মানুষ যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। বৈশাখী মৌসুমে নৌপথে চলাচলরত যানবাহন বিশেষ করে যাত্রীবাহী নৌযান যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌ-পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট চালক, সহকারীসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ এবং জনগণকে সচেতন করা অত্যাবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে এবারের নৌ-নিরাপত্তা দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা-নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি 'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহের' সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ বৈশাখ ১৪১৯
২৩ এপ্রিল ২০১২

বাণী

দেশের নৌ পথে চলাচলরত যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ২৩ থেকে ২৯ এপ্রিল ২০১২ নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌ পথের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের ৫৩টি নৌ পথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, নদী দখল ও দুষণমুক্ত রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর পানি প্রবাহ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ এ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমি আশা করি, এ দিবস পালনের মাধ্যমে সকলের মাঝে নৌ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ নৌ ভ্রমন নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ আরও তৎপর হবে।

আমি নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

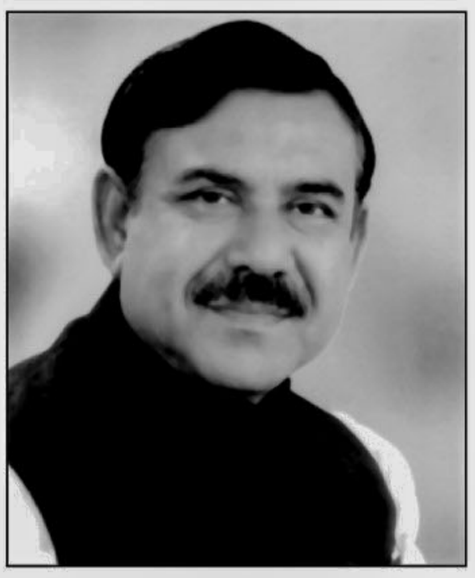

শাজাহান খান, এম.পি
মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নৌপথে চলাচলরত যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা বিধান ও যাত্রী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বছরের মত এবছরও ২৩-২৯ এপ্রিল ২০১২ 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা-নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এ উপলক্ষে আমি নৌযান মালিক, শ্রমিক, যাত্রী সাধারণ ও এ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

নৌপথ নিরাপদ, অধিক সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্নমুখী আর্থ-সামাজিক সুবিধা সর্বজনবিদিত। সরকার তাই নৌ পথের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে নদী খনন, নৌ-পথ আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্তিই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বর্তমান সরকার নৌ-পরিবহন সেক্টরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৩টি নৌপথ খননের লক্ষ্যে ১১,৪৭৩ কোটি টাকার এক বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৩৭ বছর পর বিআইডব্লিউটিএ'র বহরে নতুন তিনটি ড্রেজার সংযোজিত হয়েছে। আরো ১৭টি ড্রেজার ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় ৩৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি ২৫০ টন উত্তোলন মতা সম্পন্ন দু'টি উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফেরী সেক্টরে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ মোকাবেলার জন্য পাঁচটি নতুন ফেরি ক্রয় করা হয়েছে। আরো সাতটি ফেরি ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বমানের বন্দরে রূপান্তরের লক্ষ্যে বন্দরে কম্পিউটারাইজড কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সি টি এম এস) চালু করা হয়েছে। কর্ণফুলী নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম চলছে। সাংহাই থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। মেরিটাইম সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'শেখ মুজিব মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। দেশে আরো ছয়টি নতুন মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ঢাকার সদরঘাটে টার্মিনালে যাত্রী বান্ধব শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পানগাঁওয়ে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-টার্মিনাল স্থাপন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। রাতে সার, জ্বালানী ও পণ্যবাহী নৌযান চলাচল করতে প্রথমবারের মতো পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌরুটে নাইট নেভিগেশন চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য একটি মাদার ট্যাংকার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। বিদেশী জাহাজে কর্মরত বাংলাদেশী নাবিকদের জন্য মেশিন রিডেবল পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) চালু করা হয়েছে। বেনাপোল স্থল বন্দরে যাত্রীদের সুবিধার্থে সীমান্তের নিকটে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। বিভিন্ন স্থলবন্দরের উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো সমৃদ্ধশালী হওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় একটি "গভীর সমুদ্র বন্দর" স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে।

নদী মাতৃক বাংলাদেশে অসংখ্য ছোট-বড় নৌযান চলাচল করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সকল নৌযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযানের ও নৌপথের অবদান অনস্বীকার্য। কিছু প্রতিকূলতা থাকলেও নৌপথ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম অপেক্ষা সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও অধিকতর নিরাপদ হওয়ায় যাত্রী সাধারণ নৌযানে চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আসন্ন ঝড়ো মৌসুমে সকল নৌযানের মাষ্টারদের অধিকতর সচেতনতার সাথে নৌযান পরিচালনার জন্য আহবান জানাচ্ছি। নৌ-চলাচলে যাত্রী সাধারণকে সচেতন ও সতর্ক থাকা এবং অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে লঞ্চে না উঠার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

নূর-ই-আলম চৌধুরী এম,পি
হুইপ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি

বাণী

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৩শে এপ্রিল - ২৯শে এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত "প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা - নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা" আসন্ন অশান্ত মৌসুমের আলোকে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক ও সার্থক বলে আমি মনে করি।

নদী মাতৃক বাংলাদেশে অসংখ্য ছোট বড় নৌযান যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত থাকে। দেশের সিংহভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয় নদী পথে। এক তৃতীয়াংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে অভ্যন্তরীণ নৌযান ও নৌপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ নদী পথে যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তায় বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচ্য। নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ বৈরী পরিবেশেও নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব নৌ চলাচল নিশ্চিত করবে বলে আমি আশা পোষণ করছি।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন সকলকে এর গুরুত্ব অনুধাবনে অনুপ্রাণিত করবে।

নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১২ সফল হোক, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শুভ কামনা রইল।

জয় বাংলা ।। জয় বঙ্গবন্ধু ।।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।।

নূর-ই-আলম চৌধুরী এম,পি

মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার
সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। প্রাচীন কাল থেকেই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নৌ-পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের নদী, খাল-বিলে চলাচল করে অসংখ্য নৌযান। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে এই সকল নৌযান উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। নৌ-পরিবহন পরিবেশ বান্ধব এবং যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে অধিকতর ব্যয় সাশ্রয়ী। নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন নৌযান মালিক, ক্রু ও যাত্রীসহ সকলকে নিরাপদ নৌ-যান চলাচলের ক্ষেত্রে আরো সচেতন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ বছরে নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা - নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা"।

নৌ আইন অনুসরণ করে নৌযান নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষণ, নৌ পরিচালনায় দক্ষ জনবল তৈরী, নিরাপদ নৌপথ সংরক্ষণ নদীপথে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। এ লক্ষ্যে এখাতে নিয়োজিত সরকারী-বেসরকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

আমি নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১২ এর সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার)
সচিব

কমডোর জোবায়ের আহমদ, এনডিসি, বিএন
মহাপরিচালক
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবারও নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১২ আয়োজন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে নৌ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, নৌযান মালিক ও শ্রমিকদের আমি অভিনন্দন জানাই। নৌ সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা - নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা"। যাত্রী সচেতনতা এবং নৌযান চালকদের প্রশিক্ষণ নৌ দূর্ঘটনার আশংকা কমিয়ে দিতে পারে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নৌ পথ জন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকাংশ পরিবাহিত হয় নৌ পথে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌ পথ এবং নৌযান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীপথে জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা নৌযান পরিচালনা অপরিহার্য। এছাড়াও যাত্রী, নৌযান মালিক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিত করতে পারে। এই সেক্টরের গুরুত্ব অনুভব করে বর্তমান সরকার নৌ খাত উন্নয়নে সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন।

নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন। নৌযান চালক ও যাত্রীদের সচেতন ও সতর্ক থেকে নৌ পথে চলাচল করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

নদীসমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযানের কোন বিকল্প নেই। মানুষের যাতায়াত ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনে নৌযানের অবদান অনস্বীকার্য। তাই নদীপথে নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌযান মালিক, শ্রমিক ও যাত্রী সাধারনের ভূমিকা ও দায়িত্ব অপরিসীম। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ২৩ - ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ সফলভাবে পালিত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী। নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কমডোর জোবায়ের আহমদ, এনডিসি, বিএন

"প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা - নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা"

- মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীন নদী পথে মালামাল পরিবহন ও যাত্রী সাধারনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪র্থ বারের মতো নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে নৌযান শ্রমিকদের নৌ প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ যে কোন বিষয়ে নিরাপত্তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে সচেতনতা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মানুষকে দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলে এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সনদ প্রাপ্তি কর্মীকে সঠিক সময়ে অথবা বিপদের মূহুর্তে দায়িত্ব পালনে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাই নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১২ এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা - নৌ চলাচলে আনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা"। বাংলাদেশ অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী রয়েছে। ফলে দেশের প্রতিটি জনপদই নদীবেষ্টিত। এই সকল নদ-নদীতে চলাচল করে বিভিন্ন ধরনের ৫০ হাজারের অধিক নৌযান। যার মধ্যে নিবন্ধিত নৌযানের সংখ্যা ৮১৮৫টি। মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত এ সকল নৌযান ও যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য।

অতি প্রাচীন কাল থেকে নদীপথে মালামাল ও যাত্রী পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিল নৌযান। তখন পাল তোলা, গুনটানা ছোট/ বড় নৌকা দ্বারা নৌ বাণিজ্য পরিচালিত হতো। পথ পরিক্রমায় কালের বিবর্তন, যান্ত্রিকতার ছোঁয়া এবং বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে সমুন্নত রাখতে কাঠের হাল, পাল তোলা নৌকার স্থলে স্থান করে নিয়েছে ইঞ্জিন চালিত স্টীলের তৈরী নৌযান। ফলে মানুষ তার গন্তব্যে পৌছাচ্ছে দ্রুততার সাথে। ঘটেছে বাণিজ্যর সম্প্রসারণ। নদী এবং নৌযান দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সিংহভাগই পরিচালিত হয় নদীপথে। তাই নৌ পরিবহন ব্যবস্থার গতিশীলতা ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের আরও সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নৌযানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও হতাশাজনক ভাবে নৌপথের আয়তন, নাব্যতা, প্রশস্ততা সঙ্কুচিত হচ্ছে। আমাদের নদী গুলির নাব্যতা যে কোন মূল্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থই নদীপথের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে নৌপথের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্ধ করেছেন।

নৌপথ অধিকতর সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ হওয়ার অন্যান্য পরিবহনের তুলনায় নদীপথে অধিকাংশ মানুষ যাতায়াত করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। মানুষের এই যাতায়াত যত দুর সম্ভব নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণে দক্ষতার উন্নয়নে, নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নৌযানের ডাটাবেজ সংরক্ষণ, সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নৌযান নির্মাণ, পরিদর্শন ও নির্মাণ কাজে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, নিরাপদ নৌ চালনার কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুশৃংখল প্রশিক্ষণ নৌপথকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। নৌ চালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ, যাত্রী সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৌ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নৌ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সকলকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি দূর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না, সচেতন হতে হবে। নৌ দূর্ঘটনার ঝুঁকি সকলে মিলে কমাতে হবে। বাংলাদেশের সজীবতা, নৌপথের প্রবাহমানতা, নদীপথের যাত্রী সাধারনের অগ্রসরায়নমান নিরাপত্তার উন্নয়নে আমরা বদ্ধ পরিকর।